ষষ্ঠ শ্রেণি

প্যারালাল TEXT

বাংলা ১ম পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা!

ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, গর্ভধারিণীর মায়া ত্যাগ করেছে শুধু পরবর্তী প্রজন্ম 'মা' বলে ডাকতে পারে যেন- এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশ অদ্ভুত কিছু পাগলের দেশ। যারা হাসতে হাসতে ভাষার মতো তুচ্ছ (!) জিনিসের জন্যও জীবন দিয়ে দেয়।

সকল ভাষা সৈনিককে গভীর শ্রদ্ধার সাথে
স্মরণ করছি...

সূচিপত্র

ষষ্ঠ শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	গদ্য	
০১	সততার পুরস্কার	০১-০৮
০২	মিনু	০৯-১৬
০৩	নীল নদ আর পিরামিডের দেশ	১৭-২৫
০৪	তোলপাড়	২৬-৩৪
০৫	আকাশ	৩৫-৪১
০৬	মাদার তেরেসা	৪২-৫০
০৭	আমাদের লোকশিল্প	৫১-৫৯
০৮	কত কাল ধরে	৬০-৬৭
০৯	কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ভাষা	৬৮-৭৫
	কবিতা	
১০	জন্মভূমি	৭৬-৮২
১১	সুখ	৮৩-৮৯
১২	মানুষ জাতি	৯০-৯৫
১৩	ঝিঙে ফুল	৯৬-১০২
১৪	আসমানি	১০৩-১১০
১৫	চিঠি বিলি	১১১-১১৬
১৬	বাঁচতে দাও	১১৭-১২৩
১৭	পাখির কাছে ফুলে কাছে	১২৪-১২৯
১৮	ফাগুন মাস	১৩০-১৩৭
	আনন্দপাঠ	
১৯	সাত ভাই চম্পা	১৩৮-১৪৩
২০	আলাউদ্দিনের চেরাগ	১৪৪-১৪৯
২১	আষাঢ়ের এক রাত	১৫০-১৫৫
২২	মামার বিয়ের বরযাত্রী	১৫৬-১৬০
২৩	আদুভাই	১৬১-১৬৬
২৪	**মারমা রূপকথা:** হলুদ টিয়া সাদা টিয়া	১৬৭-১৭২
২৫	একটি সুখী গাছের গল্প	১৭৩-১৭৮
২৬	অতিথি	১৭৯-১৮৪
২৭	**নাটিকা:** অমল ও দইওয়ালা	১৮৫-১৯০
২৮	**ভ্রমণ-কাহিনি:** বিলাতের প্রকৃতি	১৯১-১৯৬

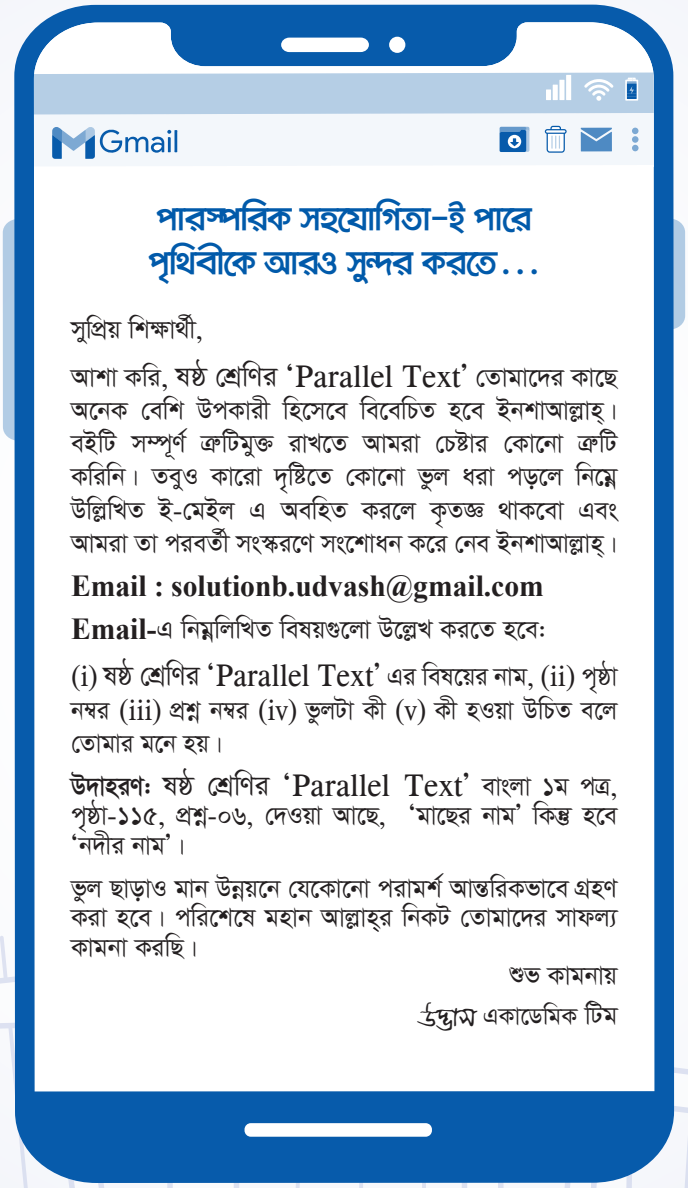
Gmail
পারস্পরিক সহযোগিতা–ই পারে
পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...
সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,
আশা করি, ষষ্ঠ শ্রেণির 'Parallel Text' তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।
Email : solutionb.udvash@gmail.com
Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:
(i) ষষ্ঠ শ্রেণির 'Parallel Text' এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।
উদাহরণ: ষষ্ঠ শ্রেণির 'Parallel Text' বাংলা ১ম পত্র, পৃষ্ঠা-১১৫, প্রশ্ন-০৬, দেওয়া আছে, 'মাছের নাম' কিন্তু হবে 'নদীর নাম'।
ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।
শুভ কামনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

গদ্য

সততার পুরস্কার

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	
জন্ম	১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার পেয়ারা গ্রামে।
শিক্ষাজীবন	কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে বি.এ. অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাশ করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ছাত্র। পরে তিনি প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি লাভ করেন।
কর্মজীবন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ	ছোটোদের জন্য লেখা - 'শেষ নবীর সন্ধানে' ও 'গল্প মঞ্জুরী'। তাঁর সম্পাদনায় শিশু-পত্রিকা 'আঙুর' প্রকাশিত হয়। 'বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা তাঁর অসামান্য কীর্তি।
বিশেষ তথ্য	তিনি বহুভাষাবিদ ও পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ব্যাকরণ রচনাতেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।
মৃত্যু	১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

পাঠ-পরিচিতি

পাঠের উদ্দেশ্য	সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন।
গল্পের মূল বাণী	আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন এবং সৎলোককে যথাযথ পুরস্কার দেন।
সার-সংক্ষেপ	সাধুরীতিতে রচিত এই গল্পে হাদিসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আরব দেশের তিন জন লোককে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান। এদের একজন ধবলরোগী একজন টাকওয়ালা এবং আরেকজন অন্ধ। ফেরেশতার অনুগ্রহে এই তিন জনেরই শারীরিক ত্রুটি দূর হলো। তিন জনই সুন্দর সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেহারা পেল। শুধু তাই নয়, ফেরেশতার কৃপায় প্রথম জন একটি উট থেকে বহু উটের, দ্বিতীয় জন একটি গাভি থেকে বহু গাভির এবং তৃতীয় জন একটি ছাগল থেকে বহু ছাগলের মালিক হয়ে গেল। কিছুদিন পর এদের পরীক্ষা করার জন্য ফেরেশতা গরিব বিদেশির ছদ্মবেশে এদের কাছে হাজির হলেন। তিনি একেক জনের কাছে গিয়ে তাদের আগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে কিছু সাহায্য করতে বললেন। প্রথম দুজন তাদের আগের অবস্থার কথা অস্বীকার করে ছদ্মবেশী ফেরেশতাকে খালি হাতে বিদায় দিল। অন্যদিকে তৃতীয় জন নির্দ্বিধায় ফেরেশতার ইচ্ছেমতো সবকিছু দিতে রাজি হলো। আল্লাহ তার উপর খুশি হলেন এবং তার সম্পদ তারই রয়ে গেল। প্রথম দুজনের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের অবস্থা আগের মতো হয়ে গেল। অকৃতজ্ঞরা তাদের অকৃতজ্ঞতার উপযুক্ত ফল পেল।

পাঠ-বিশ্লেষণ

সেকালে আরব দেশে তিনটি লোক ছিল-একজনের সর্বাঙ্গে ধবল, একজনের মাথায় টাক, আরেকজনের দুই চোখ অন্ধ। আল্লাহ তাহাদের পরীক্ষার জন্য এক ফেরেশতা পাঠাইলেন। ফেরেশতা হইলেন আল্লাহর দূত। তাহারা নূরের তৈয়ারী। এমনি কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। আল্লাহর হুকুমে তাহারা সকল কাজ করিয়া থাকেন।

বিশ্লেষণ: একসময়ে আরব দেশের তিন জন অসুস্থ মানুষের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ এক ফেরেশতাকে প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা হলেন আল্লাহর দূত অর্থাৎ ফেরেশতা আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা নূরের (আলোর) তৈরি। তারা আল্লাহর আদেশেই সকল কাজ করে থাকে। তিনজন লোকের একজনের ছিল ধবলরোগ। ধবলরোগ মানে এক প্রকার চর্মরোগ- এই রোগে শরীরে চামড়া ও চুল সাদা হয়ে যায়। অপর একজন ছিল টাক মাথাওয়ালা অর্থাৎ তার মাথায় কোনো চুল ছিল না। আর অন্যজন ছিল অন্ধ।

ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরিয়া প্রথমে ধবলরোগীর নিকটে আসিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো? ধবলরোগী বলিল, আহা। আমার গায়ের রং যদি ভালো হয়। সকলে যে আমাকে বড় ঘৃণা করে। স্বর্গীয় দূত তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার রোগ সারিয়া গেল। তাহার গায়ের চামড়া ভালো হইল। তারপর আল্লাহর দূত পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমি কী চাও?
সে বলিল, আমি উট চাই। দূত তাহাকে একটি গাভিন উট দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

বিশ্লেষণ: ফেরেশতা মানুষের রূপে প্রথম ব্যক্তির নিকট এলেন এবং তার সমস্যা জানতে চাইলেন। ফেরেশতা তার অসুখের কথা জেনে লোকটির গায়ে হাত বুলিয়ে চর্মরোগ ভালো করে দিলেন। সুস্থ করার পাশাপাশি প্রথম লোকটিকে ফেরেশতা একটি গাভিন উট (যে উটের পেটে বাচ্চা রয়েছে) দান করলেন, যেন সে স্বাবলম্বী হতে পারে।

তারপর সেই ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গিয়া বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো? সে বলিল, আহা! আমার এই রোগ যদি সারিয়া যায়। যদি আমার মাথায় চুল উঠে! আল্লাহর দূত তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার টাক সারিয়া গেল। তাহার মাথায় চুল গজাইল। দূত পুনরায় বলিলেন, এখন তুমি কী চাও? সে বলিল, গাভি। তিনি তাহাকে একটি গাভিন গাই দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

বিশ্লেষণ: এরপর ফেরেশতা মানুষের রূপ নিয়েই দ্বিতীয় লোকটি কাছে গেলেন এবং তার সমস্যা জানতে চাইলেন। দ্বিতীয় লোকটি তার ইচ্ছার কথা ফেরেশতাকে বললো। এরপর ফেরেশতা টাকওয়ালা মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে লোকটির মাথায় চুল গজানো শুরু করলো। তারপর দ্বিতীয় লোকটির অভাব দূর করার জন্য ফেরেশতা তাকে একটি গাভিন গাই (যে গাভির পেটে বাচ্চা রয়েছে) দিলেন।

তারপর স্বর্গীয় দূত অন্ধের কাছে গেলেন। গিয়া বলিলেন, কী তুমি সবচেয়ে ভালোবাসো? সে বলিল, আল্লাহ্ আমার চোখ ভালো করিয়া দিন। আমি যেন লোকের মুখ দেখিতে পাই। স্বর্গীয় দূত তাহার চোখে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাহার চোখ ভালো হইয়া গেল। তারপর তিনি তাহাকে বলিলেন, এখন তুমি কী চাও? সে বলিল, আমি ছাগল চাই। স্বর্গীয় দূত তাহাকে একটি গাভিন ছাগল দিয়া বলিলেন, এই লও। ইহাতে তোমার ভাগ্য খুলিবে।

বিশ্লেষণ: ফেরেশতা সর্বশেষ অন্ধ অর্থাৎ তৃতীয় লোকটি কাছে গেলেন এবং তার সমস্যা জানতে চাইলেন। অন্ধ লোকটি তার মনের ইচ্ছার কথা ফেরেশতাকে বললো। এরপর ফেরেশতা অন্ধ লোকের চোখ ভালো করে দিলেন। পাশাপাশি লোকটির অভাব দূর করার জন্য তাকে একটি গাভিন ছাগল (যে ছাগলের পেটে বাচ্চা রয়েছে) দিলেন।

তারপর উটের বাচ্চা হইল, গাভির বাছুর হইল, ছাগলের ছানা হইল। এই রকম করিয়া উটে, গাভিতে, ছাগলে তাহাদের মাঠ বোঝাই হইয়া গেল। কিছুদিন পর আবার সেই ফেরেশতা পূর্বের মতো মানুষের রূপ ধরিয়া, সেই যে আগের ধবলরোগী ছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তিনি বলিলেন, আমি এক বিদেশি। বিদেশে আসিয়া আমার সব পুঁজি ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহর দয়া ছাড়া আমার আর দেশে ফিরিবার উপায় নাই। যিনি তোমারে সুন্দর গায়ের রং দিয়াছেন, সুন্দর চামড়া দিয়াছেন, আর এত ধনদৌলত দিয়াছেন, তাঁহার দোহাই দিয়া তোমার কাছে একটি উট চাহিতেছি। সে বলিল, উটের অনেক দাম, কী করিয়া দিই? স্বর্গীয় দূত বলিলেন, ওহে! আমি যেন তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। তুমি না ধবলরোগী ছিলে, আর সকলে তোমাকে ঘৃণা করিত? তুমি না গরিব ছিলে, পরে আল্লাহ তোমাকে ধনদৌলত দিয়াছেন? সে বলিল, না, তা কেন? এসব তো আমার বরাবরই আছে। স্বর্গীয় দূত বলিলেন, আচ্ছা! যদি তুমি মিথ্যা বলিয়া থাক, তবে তুমি যেমন ছিলে আল্লাহ আবার তোমাকে তাহাই করিবেন। তারপর স্বর্গীয় দূত পূর্বে যে টাকওয়ালা ছিল, তাহার কাছে গেলেন। সেখানে গিয়া আগের মতো একটি গাভি চাহিলেন। সেও ধবলরোগীর মতো তাহাকে কিছুই দিল না। তখন স্বর্গীয় দূত বলিলেন, আচ্ছা, যদি তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া থাক, তবে যেমন ছিলে আল্লাহ তোমাকে আবার তেমনি করিবেন।

বিশ্লেষণ: ধীরে ধীরে এই তিনজন লোক অনেক ধনী হয়ে গেল। কিছুদিন পর ফেরেশতা আবার মানুষের রূপ নিয়ে পূর্বের তিন ব্যক্তির নিকট এলেন তাদের সততার পরীক্ষা নিতে। এবার তিনি নিজের বিপদের কথা প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বললেন। তিনি তাদের কাছে উট ও গাভি চাইলেন যেন সেটি বিক্রি করে তিনি তাঁর নিজের দেশে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউই তাকে সাহায্য করলো না। এমনকি ফেরেশতা এই দুই লোককে তাদের অতীতের কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু দুই জনই আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে। তাই ফেরেশতা মিথ্যা বলার কারণে তাদেরকে অভিশাপ দিলেন এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিলেন।

তারপর স্বর্গীয় দূত পূর্বে যে অন্ধ ছিল, তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, আমি এক বিদেশি। বিদেশে আমার সম্বল ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লাহর দয়া ছাড়া আমার দেশে পৌঁছিবার আর কোনো উপায় নাই। যিনি তোমার চক্ষু ভালো করিয়া দিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া একটি ছাগল চাহিতেছি; যেন আমি সেই ছাগল-বেচা টাকা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি। তখন সে বলিল, হ্যাঁ ঠিক তো। আমি অন্ধ ছিলাম, পরে আল্লাহ আমাকে দেখিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি গরিব ছিলাম, তিনি আমাকে আমির করিয়াছেন। তুমি যাহা চাও লও। আল্লাহর কসম, আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে জিনিস লইতে তোমার মন চায়, তাহা যদি তুমি না লও, তবে আমি তোমাকে কিছুতেই ভালো লোক বলিব না। ফেরেশতা তখন বলিলেন, বাস্। তোমার জিনিস তোমারই থাক। তোমাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। আল্লাহ তোমার উপর খুশি হইয়াছেন, আর তাহাদের উপর বেজার হইয়াছেন।

বিশ্লেষণ: একইভাবে ফেরেশতা তৃতীয় লোকটির নিকট এলেন এবং নিজের সমস্যার কথা বললেন। এবার আল্লাহর নামে ফেরেশতা লোকটির কাছে একটি ছাগল চাইলে লোকটি তাৎক্ষণিক সাহায্য করতে রাজি হলো। একইসাথে সে আল্লাহর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তার সততা দেখে ফেরেশতা খুব খুশি হলেন। তাই তৃতীয় লোকটি তার সততার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করেন।

মূল বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ
ধবল	সাদা। শ্বেত। এক প্রকার চর্মরোগ- এই রোগে শরীরে চামড়া ও চুল সাদা হয়ে যায়।
গাভিন	গর্ভধারণ করেছে এমন (গাভিন গরু)।
আমির	ধনী। ধনবান।
সর্বাঙ্গে	(সর্ব+অঙ্গ> সর্বাঙ্গ+এ বিভক্তি) সারা শরীরে। সমস্ত দেহে।
কসম	শপথ। দিব্যি।
স্বর্গীয় দূত	আল্লাহর বার্তা বাহক। সংবাদবাহক।
নূর	জ্যোতি। আলো।
পুঁজি	সম্বল। মূলধন।
দোহাই	শপথ। কসম।
সম্বল	পাথেয়। পুঁজি।
বেজার	অখুশি। অসন্তুষ্ট।

অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ
টাকওয়ালা	মাথায় চুল নেই এমন ব্যক্তি।
স্বর্গ	বেহেশ্‌ত, চিরসুখের স্থান।
ফেরেশতা	আল্লাহর দূত, স্বর্গের দূত।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর উত্তর লিখন-কৌশল

০১। কালাম, আবুল ও হাফিজ একই গ্রামে বাস করে। তাদের অবস্থা তেমন ভালো নয়। কোনো মতে দিন অতিবাহিত করে। এ কারণে হাজি সাহেব তার জাকাতের টাকা দিয়ে আবুলকে একটা রিক্সা, কালামকে একটা ভ্যানগাড়ি আর হাফিজকে একটা সেলাই মেশিন কিনে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা পরিশ্রম করে খাও আর তোমাদের সাধ্যমতো গরিব মানুষের উপকার করো। কিছুদিন পর হাজি সাহেব তাদের পরীক্ষা করার জন্য এক ভিক্ষুককে পাঠালেন তাদের কাছে সাহায্য চাইতে। আবুল আর কালাম কোনো সাহায্যই করলো না। কিন্তু হাফিজ বিনা পয়সায় ভিক্ষুকের জামাটা সেলাই করে দিল। [মূল বই]

(ক) স্বর্গীয় দূত কতজন ইহুদিকে পরীক্ষা করেছিলেন? ১

(খ) স্বর্গীয় দূত মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন কেন? ২

(গ) কালাম ও আবুলের কাজের মধ্যে 'সততার পুরস্কার' গল্পের যে দিকটি প্রতিফলিত তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "হাফিজের কাজের মধ্যেই 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূল শিক্ষা নিহিত"–কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. স্বর্গীয় দূত তিনজন ইহুদিকে পরীক্ষা করেছিলেন।

নোট: প্রশ্নটি তথ্যমূলক। মূলপাঠ অনুসারে সঠিক উত্তরটি লিখতে হবে। উত্তরটি সংখ্যায় বা কথায় দু'ভাবেই লিখতে পারো, তবে কথায় লেখা ভালো।

খ. মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য স্বর্গীয় দূত মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।

ফেরেশতা হলেন আল্লাহর দূত। আল্লাহর হুকুমে তাঁরা সকল কাজ করে থাকেন। আল্লাহ আরব দেশের তিনটি লোককে পরীক্ষার জন্য এক ফেরেশতাকে পাঠিয়েছিলেন। ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে ঐ তিন ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলেন, যেন তাঁর আসল পরিচয় বোঝা না যায়। এতে করে পরবর্তীতে সেই মানুষদের সততার পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

নোট: সৃজনশীলের 'খ' নং অর্থাৎ অনুধাবন প্রশ্নটি দুইটি ভাগে লিখতে হবে। প্রথম বাক্যটিতে এক কথায় প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে। দ্বিতীয় ভাগে এর ব্যাখ্যা লিখতে হবে।

গ. কালাম ও আবুলের কাজের মধ্যে 'সততার পুরস্কার' গল্পের অকৃতজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

আরব দেশের তিন জন অসহায় ও রোগাক্রান্ত লোককে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান। ফেরেশতার অনুগ্রহে এই তিন জনেরই শারীরিক ত্রুটি দূর হলো। শুধু তাই নয়, ফেরেশতার কৃপায় প্রথম জন একটি উট থেকে বহু উটের, দ্বিতীয় জন একটি গাভি থেকে বহু গাভির এবং তৃতীয় জন একটি ছাগল থেকে বহু ছাগলের মালিক হয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন পর এদের পরীক্ষা করার জন্য ফেরেশতা গরিব বিদেশির ছদ্মবেশে এদের কাছে হাজির হলেন। তিনি একেক জনের কাছে গিয়ে তাদের আগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে কিছু সাহায্য করতে বললেন। প্রথম দুজন তাদের আগের অবস্থার কথা অস্বীকার করে ছদ্মবেশী ফেরেশতাকে খালি হাতে বিদায় দিল। যার মাধ্যমে তাদের স্বার্থপরতার দিকটি ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই হাজি সাহেব জাকাতের টাকা দিয়ে আবুলকে একটা রিক্সা ও কালামকে ভ্যানগাড়ি কিনে দিলে তারা স্বাবলম্বী হয়। কিছুদিন পর হাজি সাহেব তাদের পরীক্ষা করার জন্য এক ভিক্ষুককে পাঠালে আবুল ও কালাম কোনো সাহায্য করেনি। সুতরাং এখানেও স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

নোট: উদ্দীপকের কালাম ও আবুলের কাজের সাথে 'সততার পুরস্কার' গল্পের প্রথম দুইজন ব্যক্তির স্বার্থপরতার ঘটনার সম্পর্কটি লিখতে হবে।

ঘ. 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূল শিক্ষা হলো সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন যা উদ্দীপকে হাফিজের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

'সততার পুরস্কার' গল্পে ফেরেশতার অনুগ্রহে অন্ধ ব্যক্তিটির চোখ ভালো হয়ে যায় এবং তার অবস্থার উন্নতির জন্য তাকে একটি গাভিন ছাগল দেয়। ধীরে ধীরে সে একটি ছাগল থেকে বহু ছাগলের মালিক হয়ে যায়। কিছুদিন পর তাকে পরীক্ষা করার জন্য ফেরেশতা বিপদগ্রস্ত এক বিদেশির ছদ্মবেশে হাজির হলেন। ফেরেশতা তার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিছু সাহায্য করতে বললেন। সে নির্দ্বিধায় ফেরেশতার ইচ্ছামতো সব কিছু দিতে রাজি হলো। আল্লাহ তার উপর খুশি হলেন ও তার সম্পদ তারই রয়ে গেল। তাই গল্পটির মূল বাণী হচ্ছে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন ও সৎ লোককে যথাযথ পুরস্কার দেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যাকাতের টাকা থেকে হাফিজকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর হাজি সাহেব তাকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এক ভিক্ষুককে পাঠালে সে ভিক্ষুককে বিনা পয়সায় তার জামা সেলাই করে দেয়। সুতরাং তার মধ্যে সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, হাফিজের কাজের মধ্যেই সততার পুরস্কার গল্পের মূল শিক্ষা নিহিত।

নোট: 'সততার পুরস্কার' গল্পের উদ্দেশ্য হলো সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন। গল্পটিতে অন্ধ ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে যেমন সততা ও পরোপকারের প্রমাণ দিয়েছেন তেমনি উদ্দীপকের হাফিজের কাজের মাধ্যমেও একই প্রমাণ পাওয়া যায়।

CQ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। 'সততার পুরস্কার' গল্পটিতে কোন লোকটির মধ্যে পরোপকারীর মনোভাব পাওয়া যায়?
উত্তর: "সততার পুরস্কার" গল্পটিতে অন্ধ লোকটির মধ্যে পরোপকারীর মনোভাব পাওয়া যায়।

০২। অন্ধ লোকটি ফেরেশতার কাছে কোন পশুটি চেয়েছিল?
উত্তর: অন্ধ লোকটি ফেরেশতার কাছে ছাগল চেয়েছিল।

০৩। ফেরেশতা আরব দেশের লোকদের কাছে এসেছিলেন কেন?
উত্তর: মানুষের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ফেরেশতা আরব দেশের লোকদের কাছে এসেছিলেন।

০৪। আল্লাহ ৩ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য কাকে পাঠিয়েছিলেন?
উত্তর: আল্লাহ মানুষদের পরীক্ষা করার জন্য ফেরেশতাকে পাঠিয়েছিলেন।

০৫। ফেরেশতা কোন লোকটিকে গাভিন উট প্রদান করেছিলেন?
উত্তর: ফেরেশতা ধবলরোগীকে গাভিন উট প্রদান করেছিলেন।

০৬। 'দোহাই' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: 'দোহাই' শব্দের অর্থ শপথ বা কসম।

০৭। স্বর্গীয় দূত কতজন আরব লোককে পরীক্ষা করেছিলেন?
উত্তর: স্বর্গীয় দূত তিনজন আরব লোককে পরীক্ষা করেছিলেন।

০৮। ফেরেশতা কীসের তৈরি?
উত্তর: ফেরেশতা নূরের তৈরি।

০৯। 'সর্বাঙ্গে' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: 'সর্বাঙ্গে' শব্দটির অর্থ সারা শরীরে।

১০। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত শিশু পত্রিকার নাম কী?
উত্তর: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত শিশু পত্রিকার নাম 'আঙুর।'

CQ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। ফেরেশতা দ্বিতীয়বার ছদ্মবেশ ধারণ করলেন কেন? - ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: ফেরেশতা দ্বিতীয়বার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন কৃতজ্ঞতা ও নৈতিকতা পরীক্ষা করার জন্য।

ফেরেশতার অনুগ্রহে ধবলরোগী, টাকওয়ালা এবং অন্ধ এই তিন জনেরই শারীরিক ত্রুটি দূর হয়েছিল। আল্লাহ তাদের শারীরিক ত্রুটি দূর করে সম্পৎশালী করেছিলেন। ফেরেশতা দ্বিতীয়বার মানুষের রূপ ধারণ করলেন এটা পরীক্ষা করতে যে তারা তাদের প্রাপ্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ কি'না এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল কি'না।

০২। **ফেরেশতাদের পরিচয় ব্যাখ্যা কর।**
উত্তর: ফেরেশতা হলেন আল্লাহর দূত।
ফেরেশতা হলেন আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি, যারা আল্লাহর আদেশ পালন করেন এবং কোনো গুনাহ করেন না। তারা নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি হয়েছেন এবং তাঁদের কোনো ইচ্ছাশক্তি বা ব্যক্তিগত চাহিদা নেই। ফেরেশতাদের প্রধান কাজ হলো আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং মানুষের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা।

০৩। **'সততার পুরস্কার' গল্পে অন্ধ লোকটির কৃতজ্ঞতা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে - ব্যাখ্যা কর।**
উত্তর: 'সততার পুরস্কার' গল্পে অন্ধ লোকটির কৃতজ্ঞতা তার কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।
অন্ধ লোকটি ফেরেশতার কাছে অকপটে স্বীকার করেছিল যে, সে একসময় অন্ধ ও দরিদ্র ছিল। আল্লাহ তাকে সুস্থতা ও সম্পদ দান করেছেন। যখন ফেরেশতা তার কাছে সাহায্য চাইলেন, তখন সে বিনা দ্বিধায় সাহায্য করতে রাজি হয়। তার এই ব্যবহার ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

০৪। **আল্লাহ কোন লোকটির উপর খুশি হয়েছিলেন এবং কেন? - ব্যাখ্যা কর।**
উত্তর: আল্লাহ অন্ধ লোকটির উপর খুশি হয়েছিলেন। কারণ সে আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ ছিল।
আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে অন্ধ লোকটির শারীরিক ত্রুটি দূর করেছিলেন এবং তাকে সম্পৎশালী করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাকে পরীক্ষার জন্য ফেরেশতা এক বিপদগ্রস্ত বিদেশির ছদ্মবেশে সাহায্য চাইতে আসে। তখন অন্ধ লোকটি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং উদারতার জন্য আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন এবং তার সম্পদ তারই থাকে।

০৫। **কেন প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি মিথ্যা বলে ও ফেরেশতাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়?**
উত্তর: অসৎ ও অকৃতজ্ঞ হওয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি মিথ্যা বলে ও ফেরেশতাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়।
প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি তাদের অতীতের অবস্থা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করেছিল। তারা নিজেদের সম্পদ ও অর্জনকে নিজেদের যোগ্যতার ফল হিসেবে দেখেছিল। তাদের লোভ এবং অহংকার তাদের মিথ্যা বলতে এবং ফেরেশতাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে। এ কারণে তারা আল্লাহর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় এবং তাদের অবস্থা আগের মতো হয়ে যায়।

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। **আদর্শনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুল হাফিজ, স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বলেন, 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'- এই প্রবাদটি আমরা সকলেই শুনেছি। প্রবাদটি মানবজীবনে চিরন্তন সত্য হিসেবে বিবেচিত। সুন্দর জীবন গঠনে সততার বিকল্প নেই। সততার সঙ্গে আরও প্রয়োজন নৈতিকতা। পৃথিবীখ্যাত মনীষীগণ সততা ও নৈতিকতার দ্বারা তাঁদের জীবনকে মহৎ ও আদর্শরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাই এই পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য সততার আশ্রয় গ্রহণ একান্ত জরুরি।**
(গ) **উদ্দীপকের মনীষীগণের সঙ্গে 'সততার পুরস্কার' গল্পের প্রথম দুই ব্যক্তির বৈসাদৃশ্য দেখাও।** ৩
(ঘ) **"'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'— কথাটি 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে" উক্তিটির সাথে কি তুমি একমত? তোমার উত্তরের সপেক্ষে যুক্তি দাও।** ৪

উত্তর

গ. 'সততার পুরস্কার' গল্পের প্রথম দুই ব্যক্তির মধ্যে সততার গুণটি অনুপস্থিত ছিল বলে উদ্দীপকের মনীষীগণের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।
'সততার পুরস্কার' গল্পে প্রথম দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন ধবলরোগী ও একজন টাকওয়ালা ছিল। আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতা তাদেরকে সুস্থ করেছিলেন। এছাড়াও তাদেরকে একটি গাভিন উট ও একটি গাভিন গাই দিয়েছিলেন। এগুলো থেকে ধীরে ধীরে তারা সম্পৎশালী হয়। কিছুদিন পর তাদের সততার পরীক্ষা করতে আবার সেই ফেরেশতা অসহায় বিদেশি পথিকের রূপ ধরে আসলেন। তারপর তাঁর সমস্যার কথা বলে আল্লাহর নামে কিছু সাহায্য চাইলেন যেন সে তাঁর নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু এই দুই জন তাঁকে কোনো সাহায্য করেনি বরং তারা আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করেছে। যা থেকে তাদের অসৎ ও অকৃতজ্ঞ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, বিখ্যাত মনীষীগণ তাদের সততা ও নৈতিকতার দ্বারা নিজেদের জীবনকে মহৎ ও আদর্শরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাই এই পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য সততার আশ্রয় গ্রহণ একান্ত জরুরি। সুতরাং উদ্দীপকের মনীষীগণের সঙ্গে 'সততার পুরস্কার' গল্পের প্রথম দুই ব্যক্তির বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. প্রশ্নোক্ত উক্তিটির সাথে আমি একমত।
'সততার পুরস্কার' গল্পের উদ্দেশ্য হলো সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন এবং সৎলোককে যথাযথ পুরস্কার দেন। গল্পটিতে আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে অন্ধ লোকটির শারীরিক ত্রুটি দূর করেছিলেন এবং তাকে সম্পৎশালী করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাকে পরীক্ষার জন্য ফেরেশতা এক বিদেশির ছদ্মবেশে সাহায্য চাইতে এলে তখন অন্ধ লোকটি আল্লাহর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফেরেশতা তখন বললেন তোমার জিনিস তোমারই থাক। তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হলো। আল্লাহ তোমার উপর খুশি হয়েছেন। এভাবেই সততার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে সে পুরস্কার পেল।
উদ্দীপকেও সততার মাধ্যমে জীবনকে মহৎ করে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীগণ সততা ও নৈতিকতার দ্বারা তাঁদের জীবনকে মহৎ ও আদর্শরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাই এই পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য সততার আশ্রয় গ্রহণ একান্ত জরুরি।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপক ও 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূল শিক্ষা হলো, সততার গুরুত্ব। এটিই মানুষের জীবনের সেরা পথ। তাই বলা যায় 'সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'— কথাটি 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে।

০২। একজন অসহায় ব্যক্তিকে শীতে কষ্ট পেতে দেখে শরীফের দাদু আশরাফ সাহেব তার নিজের গায়ের চাদর খুলে দিলেন। আশরাফ সাহেবের মহানুভবতায় অসহায় ব্যক্তিটির চোখে পানি চলে এলো। পরে শরীফকে দাদু বললেন, নিজের স্বার্থ চিন্তা করার জন্য আমরা পৃথিবীতে আসিনি। আমাদের সকলের উচিত অন্যের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করা। তবেই পৃথিবী কল্যাণময় হয়ে উঠবে।

(গ) "উদ্দীপকের মূলভাব 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূলভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ"-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "সততার পুরস্কার' গল্পের সমগ্রভাব উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি"-বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

গ. পরোপকারী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের মূলভাবের সঙ্গে 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূলভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'সততার পুরস্কার' গল্পে তিন ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থা থেকে সুস্থতা দান করা হয়। তাদের দরিদ্রদশা থেকে সচ্ছল ও ধনাঢ্য করা হয়। তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুগত কি'না, মানুষের বিপদে সাহায্য করে কি'না- তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। অন্ধব্যক্তি এতে সফলকাম হলেও অন্য দুজন পরীক্ষায়-উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়। কারণ তারা অপর মানুষের দুঃখকষ্টের সঙ্গী হতে পারেনি, তারা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। অপরদিকে অন্ধ ব্যক্তি অপরকে সাহায্য করার কথা মনে রেখেছে বলে আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়েছেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যই পৃথিবীতে আসেনি। মানুষ অপরের বিপদে আপদে এগিয়ে আসবে এটাই তাদের ধর্ম। তাই বলা যায় উদ্দীপকের মূলভাবের সঙ্গে 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূলভাব সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূলভাব উদ্দীপকে উপস্থিত থাকলেও গল্পের সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

'সততার পুরস্কার' গল্পে তিন আরব ব্যক্তিকে আল্লাহর নির্দেশে। এক ফেরেশতা পরীক্ষা করেন। তাদের রোগ থেকে মুক্ত করেন এবং আর্থিক সচ্ছলতা দান করেন। কিছুদিন পর এসে তিনি তাদের পরীক্ষা করেন যে, তারা যেমন অন্যের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছে তারা নিজেরা অপরকে সাহায্য করতে আগ্রহী কি'না। কিন্তু এই পরীক্ষায় ধবলরোগী ও টাকওয়ালা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তারা মানুষরূপী ফেরেশতাকে সাহায্য করতে অনীহা দেখায়। এমনকি তাদের অতীতকেও অস্বীকার করে। তারা শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিল বলে তাদের আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে অন্ধব্যক্তি নিজের অতীত স্বীকার করে এবং সে নিজে যেমন অপরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে তেমনি অপরকে সাহায্য করতেও সে আগ্রহী। সে কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায় না। এ কারণে তার কল্যাণময় জীবন অব্যাহত থাকে।

উদ্দীপকটি ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে শরীফের দাদু আশরাফ সাহেব বলেছেন যে, পৃথিবীতে মানুষ শুধু নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই আসেনি। তার আগমনের প্রধানতম উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণসাধন করা। অর্থাৎ একে অন্যের বিপদে আপদে এগিয়ে আসা। সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। মানুষ শুধু মানুষের কল্যাণেই কাজ করবে। তবেই এ পৃথিবী কল্যাণময় হয়ে উঠবে।

উদ্দীপকটি 'সততার পুরস্কার' গল্পের অন্ধব্যক্তির কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও পরোপকারী মনোভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও ধবলরোগী ও টাকওয়ালা ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দিকটি অনুপস্থিত। কাজেই উদ্দীপক ও 'সততার পুরস্কার' গল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উদ্দীপকটিতে গল্পের সমগ্রভাব প্রতিফলিত হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'সততার পুরস্কার' গল্পটিতে কোন দেশের কথা বলা হয়েছে?
(ক) পারস্য দেশ (খ) আরব দেশ
(গ) মিসর (ঘ) বাংলাদেশ **খ**

০২। ফেরেশতা হলেন-
(ক) আল্লাহর প্রিয় বান্দা (খ) আল্লাহর বন্ধু
(গ) আল্লাহর দূত (ঘ) আদর্শ মানুষ **গ**

০৩। ফেরেশতা মানুষের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কার রূপ ধরে এসেছিলেন?
(ক) ফকিরের (খ) রাখালের
(গ) ইমামের (ঘ) মানুষের **ঘ**

০৪। ফেরেশতা সর্বশেষ কোন মানুষটির নিকট এসেছিলেন?
(ক) টাকওয়ালার নিকট (খ) ধবলরোগীর নিকট
(গ) অন্ধের নিকট (ঘ) বোবার নিকট **গ**

০৫। টাকওয়ালা লোকটি ফেরেশতার কাছে কী চেয়েছিল?
(ক) উট (খ) গাভি (গ) ছাগল (ঘ) দুম্বা **খ**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

কবির ও রায়হান দুই জন বন্ধু। কবির সবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। কেউ কবিরকে সাহায্য করলে সে সবসময় মনে রাখে এবং সেও তাদের বিপদে সাহায্য করে। কিন্তু রায়হান ঠিক তার উলটো।

০৬। উদ্দীপকের কবির 'সততার পুরস্কার' গল্পের কোন লোকটির প্রতিনিধিত্ব করে?
(ক) ধবলরোগীর (খ) টাকওয়ালার
(গ) অন্ধ ব্যক্তির (ঘ) উটওয়ালার **গ**

০৭। উদ্দীপকের রায়হানের সাথে 'সততার পুরস্কার' গল্পের মিল রয়েছে-
(i) অন্ধ ব্যক্তির (ii) ধবল রোগীর
(iii) টাকওয়ালার
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii **গ**

০৮। ফেরেশতারা কীসের তৈরি?
(ক) আগুনের (খ) মাটির
(গ) হাড়ের (ঘ) নূরের ঘ

০৯। ধবলরোগী লোকটি ফেরেশতার কাছে কী চেয়েছিল?
(ক) উট (খ) গাভি
(গ) ছাগল (ঘ) দুম্বা ক

১০। ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কয়টি ইচ্ছা পূরণ করেছেন?
(ক) ১ টি (খ) ২ টি (গ) ৩ টি (ঘ) ৪ টি খ

১১। 'নূর' শব্দের অর্থ কোনটি?
(ক) পবিত্র (খ) উৎকৃষ্ট
(গ) জ্যোতি (ঘ) খুশি গ

১২। নিচের কোনটি মুহম্মদ শহীদুল্লাহর রচনা?
(ক) গল্প কথা (খ) গল্প মঞ্জুরী
(গ) গল্পগুচ্ছ (ঘ) গল্পমালা খ

১৩। 'বেজার' শব্দের অর্থ কোনটি?
(ক) শক্তিহীন (খ) বাহক
(গ) অসুখ (ঘ) অখুশি ঘ

১৪। 'গাভিন' শব্দের অর্থ-
(ক) বাচ্চা জন্ম দিয়েছে এমন
(খ) গর্ভধারণ করেছে এমন
(গ) অনেক বয়স হয়েছে এমন
(ঘ) অনেক দিন বেঁচে আছে এমন খ

১৫। নিচের কোন গল্পটির উদ্দেশ্য "সততা, পরোপকার ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন"?
(ক) আকাশ (খ) সততার পুরস্কার
(গ) মিনু (ঘ) মাদার তেরেসা খ

১৬। 'সততার পুরস্কার' গল্পটি কোন ভাষারীতিতে রচিত হয়েছে?
(ক) চলিত রীতি
(খ) সাধু রীতি
(গ) প্রমিত রীতি
(ঘ) আঞ্চলিক রীতি খ

১৭। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কোন বিষয়ে এম.এ. পাশ করেন?
(ক) বাংলা (খ) ইতিহাস
(গ) ভাষাতত্ত্ব (ঘ) সংস্কৃত গ

১৮। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা শিশু-কিশোর রচনা কোনটি?
(i) শেষ নবীর সন্ধানে (ii) গল্প মঞ্জুরী
(iii) ভোরের আলো
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ক

১৯। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কোন শিশু-পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন?
(ক) কিশোর বাংলা (খ) আঙুর
(গ) শিশু আলো (ঘ) শিশু মঞ্জুরী খ

২০। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৯৬৫ (খ) ১৯৬৭
(গ) ১৯৬৯ (ঘ) ১৯৭১ গ

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। ফেরেশতা কেন ইহুদিদের কাছে এসেছিলেন?
(ক) সাহায্য নেওয়ার জন্য (খ) পরীক্ষা নেওয়ার জন্য
(গ) শিক্ষা দেওয়ার জন্য (ঘ) মূল্যায়নের জন্য খ

০২। অন্ধ ব্যক্তি ফেরেশতাকে সবকিছু দিতে রাজি হয়েছিল কেন?
(ক) আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকায়
(খ) তার ছাগল বেশি হয়েছিল
(গ) তার আর ধনসম্পদের দরকার ছিল না
(ঘ) সে অকৃপণ ছিল ক

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
নন্দীপাড়া গ্রামের নওশাদ পরোপকারী মানুষ। এইতো সেদিন প্রতিবেশী কাশিমের বাড়িতে আগুন লাগলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাশিমকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে নওশাদ। এর কিছুদিন পর নওশাদ একটি দুর্ঘটনায় হাসপাতালে যখন চিকিৎসাধীন তখন কাশিম নিজের রক্ত দিয়ে নওশাদকে সুস্থ করে তোলেন।

০৩। উদ্দীপকের কাশিমের সাথে 'সততার পুরস্কার' গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) ধবলরোগী
(খ) টাকওয়ালা
(গ) অন্ধলোক
(ঘ) বিদেশি গ

০৪। উদ্দীপকের কাশিমের সাথে 'সততার পুরস্কার' গল্পের যে দিকটির মিল রয়েছে তা হলো-
(i) নৈতিক মূল্যবোধ
(ii) পরোপকার
(iii) কৃতজ্ঞতাবোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ঘ

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস টেস্ট

MCQ

সময়: ১০ মিনিট পূর্ণমান: ১০

০১। 'সততার পুরস্কার' গল্পের মূল বাণী-
(i) ফেরেশতা আমাদের পরীক্ষা করেন
(ii) সৎলোক যথাযথ পুরস্কার পায়
(iii) আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০২। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম কোথায়?
(ক) ঢাকায় (খ) বরিশালে
(গ) পশ্চিমবঙ্গে (ঘ) চট্টগ্রামে

০৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ১৮৭৫ (খ) ১৮৮০ (গ) ১৮৮৫ (ঘ) ১৮৯০

০৪। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কোন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?
(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কোথায় সমাহিত হন?
(ক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (খ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
(গ) সাভারে (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

০৬। 'সততার পুরস্কার' গল্পে কোন লোকটি বহু উটের মালিক হয়েছিল?
(ক) টাকওয়াল (খ) ধবলরোগী
(গ) অন্ধ (ঘ) বিদেশি

০৭। 'সততার পুরস্কার' গল্পটিতে ফেরেশতা প্রথমে কোন মানুষটির নিকট এসেছিলেন?
(ক) টাকওয়ালার নিকট (খ) ধবলরোগীর নিকট
(গ) অন্ধের নিকট (ঘ) বোবার নিকট

০৮। ফেরেশতা ধবলরোগীটির পরে কোন লোকটির নিকট এসেছিলেন?
(ক) টাকওয়ালার নিকট (খ) অসহায় লোকটির নিকট
(গ) অন্ধের নিকট (ঘ) বোবার নিকট

০৯। অন্ধ লোকটি ফেরেশতার কাছে কী চেয়েছিল?
(ক) উট (খ) গাভি (গ) ছাগল (ঘ) হাতি

১০। ফেরেশতা টাকওয়ালার যে ইচ্ছাগুলো পূরণ করেছিলেন–
(i) মাথায় চুল গজানো
(ii) একটি গাভি প্রদান
(iii) একটি উট প্রদান
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

CQ

০১। খলিফা হারুন-অর-রশীদের শাসনকালে বাগদাদে আলী কোজাই নামে এক বণিক বাস করত। সে হজব্রত পালনের জন্য মক্কায় যাওয়ার সময় তার সারাজীবনের সঞ্চয় একটি কলসিতে লুকিয়ে তার বন্ধু নাজিমের কাছে রেখে যায়। কলসির নিচে মোহর লুকিয়ে উপরে জলপাই দিয়ে তা ঢেকে রাখে এবং বন্ধুকে জলপাইয়ের কলসি বলেই উল্লেখ করে। অনেক দিন বন্ধু ফিরে না আসায় নাজিম খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে। এর মধ্যে একদিন তার স্ত্রী জলপাই খেতে চাইলে সে বন্ধুর কলসি থেকে জলপাই এনে দিতে যায় এবং ভাবে পরে নতুন জলপাই কিনে কলসিতে রেখে দেবে। জলপাই আনতে গিয়ে সে দেখে কলসির ভেতরে সোনার মোহর। তার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এলো। সে সব সোনার মোহর নিয়ে সিন্দুকে লুকিয়ে রাখল এবং কলসি নতুন জলপাই দিয়ে ভরে রাখল।
(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'সততার পুরস্কার' গল্পের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'সততার পুরস্কার' গল্পের একটিমাত্র দিক ধারণ করে"— উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তরমালা

MCQ

০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	ক	০৯	গ	১০	ক

CQ

(গ) **উত্তর সংকেত:** উদ্দীপকটির সাথে 'সততার পুরস্কার' গল্পের ধবলরোগী ও টাকওয়ালা ব্যক্তির অসততা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার দিকটির মিল এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে।

(ঘ) **উত্তর সংকেত:** 'সততার পুরস্কার' গল্পটিতে আমরা যেমন মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া অসৎ মানুষকে দেখতে পাই তেমনি সৎ মানুষকেও দেখতে পাই যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই উদ্দীপকটি 'সততার পুরস্কার' গল্পের একটিমাত্র দিক ধারণ করে"— উক্তিটি যথার্থ।